নীলফামারী জেলায় অনুষ্ঠিত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত "ক্ষুদ্রঋণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন" বিষয়ক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালার রিপোর্ট ঃ

স্থান ঃ হলরুম, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নীলফামারী।
তারিখ ঃ ১৯.০২.২০১৭ খ্রিঃ
আয়োজনে ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নীলফামারী।
প্রধান অতিথি ঃ জনাব আনোয়ারুল করিম, মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
বিশেষ অতিথি ঃ জনাব মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ, পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
সভাপিত ঃ জনাব মোঃ আব্দুল ফারুক, উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নীলফামারী।

অংশগ্রহণকারী ঃ রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার উপ পরিচালক, ঋণ সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক, জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহের উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত ১৬ জন ক্রেডিটসুপারভাইজার।

কর্মশালার উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'তে দেখানো হলো।
সভাপতির অনুমতিক্রমে পবিত্র কোরআন হতে তেলাওয়াত এবং পবিত্র গীতা পাঠের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়।

স্বাগত বক্তব্য ঃ স্বাগত বক্তব্যে নীলফামারী জেলার উপ পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল ফারুক নীলফামারী জেলায় প্রথম বার এমন একটি বিভাগীয় কর্মশালা আয়োজনের সুযোগ করে দেয়ায় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান লক্ষ্য বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা। এজন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সারা দেশের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আজকের কর্মশালায় ০৮টি জেলার সকল উপজেলায় বাস্তবায়িত ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির মূল্যায়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যা চিহ্নিত হবে এবং তা সমাধানের সুপারিশ প্রণীত হবে এবং সমাধানের সম্ভাব্য দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহাপরিচালক এবং বিশেষ অতিথি পরিচালককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, তাদের উপস্থিতি সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং তাদের দিক নির্দেশনা এ অঞ্চলের যুব কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করে তুলবে বলে তিনি আশা পোষণ করেন। তিনি অনুষ্ঠান আয়োজনের সীমাবদ্ধতা এবং ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানিয়ে দিনব্যাপী আয়োজিত কর্মশালার সফলতা কামনা করে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিসহ ০৮টি জেলা হতে আগত সকল সম্মানিত অংশগ্রহণকারী এবং প্রধান কার্যালয়ের রিসোর্স টীমসহ সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথি ঃ পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কর্মশালায় আগত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, প্রতি বছরই এমন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালার মাধ্যমে বিগত বছরের ঋণ কার্যক্রম ও আত্মকর্মসংস্থান সৃজনের অগ্রগতি নিরূপণসহ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দুর্বল দিক চিহ্নিত হয় এবং তা সমাধানের জন্য দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। তিনি বলেন, আমাদের সামনে সরকারের ভিশন-২০২১ এবং ২০৪১, টেশসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ২০৩০-এর লক্ষ্য অর্জনের টার্গট রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) মোট ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ০৫টি লক্ষ্য- ১. দারিদ্র্য বিমোচন ২. ক্ষুধামুক্তি, ৩. সু-স্বাস্থ্য, ৪. মানসম্মত শিক্ষা ও ৫. কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি যুব দপ্তরের কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। অবশিষ্ট ১২টি লক্ষ্যও পরোক্ষভাবে এ দপ্তরের কাজের সাথে সম্পর্কিত। ২০৩০ পর্যন্ত এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রাসহ ভিশন ২০২১ এবং ২০৪১ অর্জনে যেহেতু আমাদের রাষ্ট্র অঙ্গীকারাবদ্ধ, সেহেতু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কাজগুলো যথাযথ অর্জন করার লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে যাতে দেশের নাগরিক এসকল সুবিধাভোগ করতে পারে। তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশ এখন জনমিতিক প্রবৃদ্ধির (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট) সুবিধার মধ্যে আছে যার সুবিধা আগামী ২০৪৫ সাল নাগাদ বহাল থাকতে পারে। এ সুবিধা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলেই আমরা দেশকে কাঙ্খিত একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে সক্ষম হবো। এক পরিসংখ্যান মতে প্রতিবছর প্রায় ২২ লক্ষ কর্মপ্রত্যাশী মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করে অথচ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় মাত্র ১০-১২ লক্ষের মত। ফলে বাকী প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ কর্মসংস্থানের বাইরে থাকে। কিছুদিন আগে আইএলও -এর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রায় ৪০% শিক্ষিত যুব কোন কাজের সাথে যুক্ত নেই। এমনি একটি প্রেক্ষাপটে আমরা কর্মশালা করছি। বর্ণিত তথ্যগুলো আমাদের কাজের পরিধি নির্ধারণ করবে বলে তিনি ধারণা করেন। এ বিভাগের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে মন্তব্য করতে যেয়ে তিনি উল্লেখ করেন, যে পরিমাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সুযোগ ছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি বা যে যার জায়গায় থেকে যত টুকু করার প্রয়োজন ছিল তা করতে সক্ষম হননি বা ততটুকু আন্তরিক ছিলেননা। পরিশেষে সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

প্রধান অতিথি ঃ মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অতিথি ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো কর্মসূচির মূল্যায়ন করা। মূল্যায়ণ না করলে আমরা কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোথায় আছি তা বুঝা সম্ভব হয় না। ভবিষ্যতে কর্মসূচিকে অধিকতর কার্যকরী করতে আমাদের করণীয় কি তার একটি Tool হল কর্মশালা। তিনি বলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবছর ৩.০০ লক্ষেরও অধিক যুবকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তাদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করার কাজে এ অধিদপ্তর নিয়োজিত রয়েছে। তিনি বলেন, কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী উপজেলাসমূহের গত অর্থবছরের উপজেলাভিত্তিক এবং সিএসভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ব্যর্থতার বিষয়ে আলোচনা করে নিজেদের ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করে আগামী বছরের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে। তিনি আরো বলেন ঋণ কর্মসূচি মূল্যায়নের জন্য অনেক বছর ধরে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলেও বিগত দুই বছর ধরে প্রশিক্ষণ শাখার তত্ত্বাবধানে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এতে কর্মসূচিতে কিছুটা গতিময়তা এসেছে। তিনি উল্লেখ করেন, আমাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এর সাথে সংগতি রেখে কাজ করতে হবে। বর্তমানে দেশে ১৩ কোটি মানুষ মোবাইল ফোন এবং ৪ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। এ সকল বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো যুগোপযোগি করে তা যুবদের চাহিদা মোটানোর উপযোগী করে তোলা হচ্ছে।

এজন্য অনলাইনে ঋণ ও প্রশিক্ষনের আবেদন করার সুযোগ তৈরী, অনলাইন ঋণ রিপোর্টিং, মোবাইল ব্যাংক-এর মাধ্যমে ঋণের কিস্তি আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশের যুব জনগোষ্ঠির সংখ্যা বিশ্বের যে কোন দেশের চাইতে তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট বেশী। আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। প্রতি বছর যে ২২ লক্ষ যুব শ্রম বাজারে প্রবেশ করছে এর মধ্য থেকে ১০ বা ১২ লক্ষ যুবকে কর্মে নিয়োজিত করতে পারলেও অবশিষ্ট ১০ লক্ষের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি-উদ্যোগে কর্মের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদেরকে শুধু আত্মকর্মী নয়, তৈরী করতে হবে উদ্যোক্তাও। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ এবং ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান যুব দপ্তরের প্রধান কাজ। যুগের চাহিদার সাথে মিল রেখে প্রশিক্ষণকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সকলে কেন আত্মকর্মী হচ্ছে না, এ বিষয়ে কোন ফাঁক ফোকর রয়েছে কিনা, সমন্বয় এবং যোগাযোগের অভাব রয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করতে হবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ ও সমন্বয় এবং কর্মস্থলে অবস্থান নিশ্চিত করতে তিনি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন। তিনি উল্লেখ করেন, ধরে বেধে কাউকে দিয়ে কাজ করানো যায়না, কাজ করতে Commitment থাকতে হবে জাতির প্রতি,দেশের প্রতি। আমাদের সামনে যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হয়েছে সে সম্ভবনাকে কাজে পরিণত করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, সুযোগ যেমন আছে চ্যালেঞ্জও তেমনি রয়েছে। সবাই মিলে কাজ করার মাধ্যমে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্য ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

<u>প্রশংসাপত্র প্রদান ঃ</u> তৃণমুল পর্যায়ের কর্মীগণকে কাজে উৎসাহিত করা ও অনুপ্রেরণা দেয়ার লক্ষ্যে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হতে তুলনামুলক ভাল পারফরমেন্সের জন্য প্রশংসা পত্র ও নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার বিতরণের প্রাককালে পরিচালক (দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ) বলেন, অধিদপ্তরের কর্মীগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব, কতর্ব্য সফলভাবে সম্পাদনে যেন আরও বেশী আন্তরিক হন এবং স্বীকৃতি প্রাপ্তির মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করার সুযোগ পান এবং অন্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হয় সেলক্ষ্যে বিগত দুই বছর হতে ঋণ কার্যক্রমে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী উপ-পরিচালক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ক্রেডিট সুপারভাইজারদের প্রশংসাপত্র এবং আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনটি ক্যাটাগরি হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ঋণ কার্যক্রমে সাফল্যের স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য মনোনীত এবং নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বীকৃতি প্রাপ্তদেরকে প্রশংসাপত্র এবং প্রাইজবন্ড প্রদান করেন । নিম্নের ছকে পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং মনোনীতদের নামের তালিকা উল্লখ করা হলোঃ

ক্যাটাগরী	নং	নাম ও পদবী	কর্মস্থল	অবস্থান	মন্তব্য
ক্রেডিট সুপারভাইজার	১	জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান	পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	প্রথম	প্রশংসাপত্র ও ১০০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	২	জনাব মোঃ জুলফিকার আলী চৌধুরী	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	দ্বিতীয়	প্রশংসাপত্র ও ৮০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	৩	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও	তৃতীয়	প্রশংসাপত্র ও ৭০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	৪	জনাব মোঃ আতাউর রহমান	সৈয়দপুর, নীলফামারী	চতুর্থ	প্রশংসাপত্র ও ৬০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	৫	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও	পঞ্চম	প্রশংসাপত্র ও ৫০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	৬	জনাব মোঃ রবিউল করিম	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	ষষ্ঠ	
	৭	জনাব মোঃ আবুল কাসেম	মিঠাপুকুর, রংপুর	সপ্তম	
	৮	জনাব মুহাঃ শাহাব উদ্দিন	মিঠাপুকুর, রংপুর	অষ্টম	
	৯	জনাব মোঃ আশরাফুল আলম	সদর, দিনাজপুর	নবম	
	১০	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম	সৈয়দপুর, নীলফামারী	দশম	
	১১	জনাব একেএম মাহমুদুর রহমান	রংপুর সদর, সদর	একাদশ	
	১২	জনাব মোঃ রায়হান আলী	খানসামা, দিনাজপুর	দ্বাদশ	
	১৩	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন	হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট	ত্রয়োদশ	
	১৪	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান	রংপুর সদর, সদর	চতুর্দশ	
	১৫	জনাব মোঃ সিরাজুর ইসলাম	কাউনিয়া, রংপুর	পঞ্চদশ	
	১৬	জনাব মোঃ মফিজুর রহমান শাহ	সৈয়দপুর, নীলফামারী	ষোড়শ	
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	১	জনাব মোঃ আওলাদহোসেন	পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	প্রথম	প্রশংসাপত্র ও ১০০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	২	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	দ্বিতীয়	প্রশংসাপত্র ও ৮০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	৩	জনাব মোঃ এমদাদ আলী	বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও	তৃতীয়	প্রশংসাপত্র ও ৭০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	৪	জনাব মোঃ কায়সার আলী	মিঠাপুকুর, রংপুর	চতুর্থ	
	৫	জনাব মোঃ আলমগীর হোসন কাদেরী	পীরগঞ্জ, রংপুর	পঞ্চম	
	৬	জনাব তাহমিনা শিরিন	রংপুর সদর, রংপুর	ষষ্ঠ	
	৭	জনাব মোঃ হাসান আলী	সৈয়দপুর, নীলফামারী	সপ্তম	
	৮	জনাব মোঃ মোঃ কামরুজ্জামান	রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও	অষ্টম	
	৯	জনাব মোঃ আবদুর রহিম মিয়া	কাউনিয়া, রংপুর	নবম	
	১০	জনাব অরুন কুমার বিশ্বাস	পার্বতীপুর, দিনাজপুর	দশম	
উপ পরিচালক	১	জনাব মোঃ দিলগীর আলম	রংপুর জেলা	প্রথম	প্রশংসাপত্র ও ১০০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)